International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-VII, Issue-III, May 2021, Page No. 28-33
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.v7.i3.2021.28-33

বি আর আম্বেদকার ও সামাজিক বিচার: একটি অধ্যয়ন

শ্রী দেবসেনা গড়াই
সহকারী অধ্যাপক, সমাজবিদ্যা বিভাগ, দম দম মতিঝিল কলেজ, কলকাতা

Abstract

The chief aim of this paper is to explore the remarkable contribution of Dr B. R. Ambedkar to the idea of social justice. His illustrious activities in terms of socio-political as well as cultural activism, agitations, social movements and extensive writings made a tremendous contribution to the idea of justice in a traditional class divided and caste based hierarchic society in India. Social justice, as envisaged by him, is one of the most integral pre-conditions for the emergence of a. equitable social order in any society. It is basically based of equality of both— psychological as well as practical. The concept of social justice is based on freedom, equality and justice to all people. B. R. Ambedkar has made a humble attempt to present what social justice meant. He tried to raise the questions: How social justice can be promoted in Indian society? What was the need of the concept of social justice in the early twentieth century? This paper is an attempt to focus such questions to explore his concept of social justice as a whole.

Keywords: Justice, freedom, equality, social system, society.

সূচনা: ভারতীয় সংবিধানের প্রধান স্থপতি হিসাবে বি আর আম্বেদকারের নাম সর্বজন স্বীকৃত। তাঁর লেখা ও ভাষণের লক্ষ্য ছিল ভারতের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসের উন্নয়ন এবং ভারতীয় সমাজ ও রাজনীতি। তিনি ভারতীয় সমাজের সামাজিক ও রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক সমস্যা যেমন জাতি, কঠোর বর্ণ পদ্ধতির ন্যায় মন্দ বিষয় নিয়ে সর্বদা চিন্তাভাবনা করতেন। বি আর আম্বেদকার মানব জীবনের কর্মকাণ্ডের প্রতিটি ক্ষেত্র থেকে গভীর জ্ঞান অর্জন করেছিলেন যা তাঁকে তাঁর নিজের স্বাধীন মতাদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করেছিল। ডাঃ বাবাসাহেব আম্বেদকার সমাজ সংস্কারক হিসেবেই অধিক পরিচিত ব্যক্তিত্ব। 'সমাজ-সংস্কর্তা' শব্দটি ওঁর ক্ষেত্রে বহুদূর ব্যাপ্ত গভীরতম শব্দবিশেষ। গোটা ভারতীয় সমাজব্যবস্থার আমুল সংস্কারের জন্য বৈপ্লবিক মানসিকতায় বাবাসাহেব বিশেষভাবে প্রতিক্রিয়াশীল। তথাকথিত ঐতিহ্য লালিত প্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন এক গোষ্ঠীকে মানবিক অধিকার দান করবার জন্য আম্বেদকারজীর সংগ্রাম, গবেষণাধর্মী নিবিড় অধ্যয়ন প্রমান করে তিনি নিজেই এক প্রতিষ্ঠান। ওঁর বহুধাবিভক্ত ব্যক্তিত্ব যেন নিজেই নিজের উপমা। দীর্ঘদিনের কর্মযজ্ঞ আর মনযোগী পাঠ থেকে তিনি অন্তত একটি বিষয়ে উপনীত হয়েছিলেন যে, হিন্দু মানসিকতার রক্ষণশীল ধ্যান-ধারনায় দ্রুত পরিবর্তন আসবে না। দলিত সম্প্রদায় মানবিক অধিকার

থেকে স্ববর্ণদের অন্তরে পরিবর্তন ঘটাতে সম্ভবপর হবে না। অতএব মানবিক অধিকারকে প্রতিষ্ঠা দেবার জন্য প্রয়োজন সক্রিয় রাজনৈতিক তৎপরতা।

বি আর আম্বেদকরের মতে হিন্দু সমাজের উৎপত্তি ও হিন্দু জাতের বিকাশের সূচনা হয় ধর্ম ও ইতিহাসের হাত ধরে। হিন্দু বর্ণ ব্যবস্থায় সামাজিক ন্যায়বিচারের স্থান খুব সীমাবদ্ধ, আর এই পথেই আসে সামাজিক পরিকল্পনা ও সংবিধান সমতা, যা জাতি, ধর্ম, লিঙ্গ সম্পর্কিত, যেখানে বি আর আম্বেদকরের অবস্থান অনড়। বি আর আম্বেদকর জাতি ও জাতিগত ব্যবস্থা ও সমাজের বিভাগগুলিকে বিবেচনা করে দেখান যে, ভারতীয় সমাজে সামাজিক মতাদর্শের শ্রেষ্টত্ব।

বিচারের ধারণা: রাষ্ট্রের প্রাথমিক লক্ষ্য, সমাজের একটি সীমানার মধ্যে ন্যায়বিচার স্থাপন করা ও বজায় রাখা। তবে ন্যায়বিচারের ধারণা এতো সহজে পরিষ্কার করা একেবারেই সম্ভব নয়। এটা এমন একটি পরিভাষা যা ব্যাখ্যা করা যেতে পারে ন্যায়বিচারের সাধারণ ধারণার দ্বারা। কেন মানুষ ন্যায়বিচার পছন্দ করেন অবিচার তুলনায়? কেন ন্যায়বিচার অনুগ্রহ এবং সদগুণের সাথে সম্পর্কিত? বিশ্বের প্রায় সব চিন্তাবিদদের দ্বারা বিভিন্ন উপায়ে ন্যায়বিচারের সঠিক ব্যাখ্যা এবং প্রশংসিত হয়েছে। এখন কিছু ধারনা দিকে তাকালে সামাজিক ন্যায়বিচারের আত্মা উপলব্ধি করা সম্ভব হবে।

Cicero এর মতে, " Justice is an intrinsic good" অর্থাৎ বিচারের একটি অন্তর্নিহিত ভাল দিক আছে। Pythagoreans এর মতবাদ যে "every citizen should have his special place assigned to him in a just social order." অর্থাৎ সামাজিক আদেশ অনুসারে প্রতিটি নাগরিককে বিশেষ স্থান দেওয়া উচিত। Plato এর মতে, "Justice is the virtue of the soul. Justice is good, because it is indispensable. Justice is the attribute of an individual, but also of a whole city." অর্থাৎ বিচার হল আত্মার একটি মহৎ গুণ। ন্যায়বিচার ভাল, কারণ এটা অপরিহার্য। বিচার একটি ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য, কিন্ত অনেক সময় পুরো একটি শহরকেও বোঝায়। অনেকে Plato সাথে একমত হতে পারে, কিন্ত তার সমসাময়িক Thrasymachus সাথে খুব কমই সহমত পোষণ করবেন, যিনি বিচারকে- একটি শক্তিশালীদের আগ্রহের সাথে তুলনা করেছেন। বিশেষ প্রয়োজন হলে এটিকে অবিচারের অজুহাতেও অর্জন করা যেতে পারে ।

সামাজিক বিচারের তত্ত্বসমূহ: পূর্ববর্তী পর্যবেক্ষণ বিচারের বিভিন্ন দিক প্রকাশ করে। তার একাধিক উপাদানের মধ্যে, সামাজিক দিকটি আমাদের সকলকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ ন্যায়বিচারের সব ধরনের সামাজিক চাহিদা পূরণ করে। কিছু মানুষের মতে চাহিদা সামাজিক ন্যায়বিচারের জন্য এটি আধুনিক আবশ্যিক শর্ত, যদিও অনেক সময় তা নাও হতে পারে। মানবজাতির ইতিহাস থেকে এটি মানুষের কাছে বহুল পরিচিত হয়েছে, কারণ বিচার সমাজের প্রকৃতি এবং তার বিভিন্ন প্রক্রিয়া থেকে উদ্ভূত হয়। প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় উভয় সমাজেই তাদের নিজস্ব উপায়ে বিচারের পরিকল্পনাগুলি বর্তমান ছিল। তাই বলা যায় যে সভ্যতার সুদীর্ঘ কাল থেকে সামাজিক ন্যায় বিচারের ধারনাগুলি ভারত সহ অন্যান্য দেশেও প্রচলিত ছিল।

সংবিধান ও সামাজিক ন্যায়বিচার: ভারতের সংবিধানের প্রস্তাবনা, ২৬ শে জানুয়ারী, ১৯৫০ থেকে শুরু হওয়ার পর থেকেই সব জাতি, ধর্ম ও সম্প্রদায়ের ভারতবর্ষে সকল নাগরিককে নিরাপদ রাখতে আত্মা উদ্দীপিত হয়েছে যে:

"Justice, social, economic and political;
Liberty of thought, expression, belief, faith and worship;
Equality of status and of opportunity; and promote among them all Fraternity
assuring the dignity of the individual and the unity of the Nation;..."

অর্থাৎ ন্যায়বিচার, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক; চিন্তা, অভিব্যক্তি, বিশ্বাস, ভরসা এবং উপাসনার স্বাধীনতা; সমতা এবং সুযোগের সমানতা; এবং তাদের সমস্ত মাতৃভাষা, ব্যক্তি মর্যাদার আশ্বাস এবং জাতির ঐক্য সবার মধ্যে প্রচারিত করার বিষয়ে আত্মা সদা তৎপর।

সামাজিক ন্যায়বিচার : সামাজিক ন্যায়বিচার শব্দটি আসলে একটি বিদেশী শব্দ, যা ভারতে বিশেষ করে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মতো কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে, তার গবেষণার সময় থেকেই আমেরিকানদের দ্বারা এটি খুব বেশি প্রভাবিত ছিল। সামাজিক ন্যায়বিচারের অর্থ কী তা বোঝা যায় আমেরিকার তৃতীয় রাষ্ট্রপতি Thomas Jefferson এর কথায়। তিনি তাঁর দ্বিতীয় নির্বাচনী ভাষণে গণতন্ত্রের প্রধান যাজক হিসাবে নিজেকে অভিহিত করেছিলেন যেখানে তিনি ঘোষণা করেছিলেন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে অংশগ্রহণের সঙ্গে তার নিজের কথা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। মানুষের মনের উপর অত্যাচারের বিরুদ্ধে যে কোন ধরনের বৈসাদৃশ্যের বিরুদ্ধে শত্রুতা বাড়ানোর জন্য আমি ঈশ্বরের পরিবর্তনের উপর ঝগড়া করেছি ।

সামাজিক বিচারপতি আম্বেদকারের ভূমিকা: ডাঃ আম্বেদকরের কাছে সামাজিক ন্যায় হল- 'স্বাধীনতা, সমতা এবং সার্বভৌমত্ব"। যা আম্বেদকরের সামাজিক ন্যায়বিচারের ধারণাটির ভিত্তিপ্রস্তর গঠন করে। এটা মানুষের ব্যক্তিত্বের গৌরবকে উজ্জীবিত করে যেমন, ভারতের সংবিধানের প্রধান নির্বাহী। তিনি এটিকে ন্যায়বিচার, স্বাধীনতা, সমতা, সার্বভৌমত্ব এবং মানুষের মর্যাদার স্পষ্ট ধারনা দেন। সামাজিক ন্যায়বিচারের এই আদর্শগুলি প্রত্যেকের সাথে নাগরিকের ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক এবং আমাদের সমাজের অন্যান্য নাগরিকদের সাথে সুসম্পর্ককে নির্দেশ করে এবং এটি মানুষের মধ্যে জাতিগত ভেদাভেদকে বাধা দেয় এবং সকল নাগরিকদের জন্য সমান সম্মান দাবি করে। এখানে সামাজিক জীবনে ন্যায়বিচারের আত্মা পারস্পরিক শ্রদ্ধার জন্য গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব মনে করিয়ে দেয় সামাজিক গণতন্ত্র মানে কি? এটি এমন একটি জীবন প্রবাহ যা জীবনের নীতি হিসাবে স্বীকৃতি দেয় স্বাধীনতা, সমতা এবং সার্বভৌমত্বকে । স্বাধীনতা, সমতা এবং সার্বভৌমত্ব এই নীতিগুলি একে অপরের থেকে পৃথক করা যায় না, বরং ত্রিত্ব (trinity) হিসাবে থাকে। তারা একে অপরের থেকে যে অর্থে ত্রিত্বের একটি সংসদ গঠন করে যার বিচ্ছেদ গণতন্ত্রের ক্ষেত্রে খুবই হতাশাপূর্ণ।

বিচার ও অধিকার রক্ষক: আমাদের সকলের কাছে ডাঃ আম্বেদকরের নামটি সামাজিক ন্যায়বিচারের পাশাপাশি মানবাধিকারের জন্য একটি যোদ্ধা স্বরূপ। তিনি জীবনের প্রথমার্ধে ধর্মীয় (হিন্দু) মৌলবাদীরাশত্রুদের হাতে অবিচার ও অমানবিক নির্যাতনের শিকার হন। তিনি নিজেকে একটি অস্পৃশ্য থাকার নিন্দা, যন্ত্রণা বুঝতে পেরেছিলেন এবং বুঝেছিলেন যে শুধুমাত্র সামাজিক ন্যায়বিচার এবং মানবাধিকার এই দেশে মানুষকে শ্রদ্ধাশীল করতে পারে।

আম্বেদকরের ন্যায়বিচার : 'ন্যায়বিচার' শব্দটি খুব বিস্তৃত এবং সেকারনে এটিকে সংজ্ঞায়িত করা সহজ নয়। Dias এর ভাষায় "The concept of justice is too vast to be encompassed by one mind. It is not something which can be captured in a formula once and for all." অর্থাৎ ন্যায়বিচার ধারণাটি

এতটাই বিশাল যে একে এক মনের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা খুবই কঠিন । এমন কোন সূত্র নেই যার দ্বারা একে ধরা যায় । কৃষ্ণমুর্তির মত অন্যান্য পণ্ডিতরা মনে করেন যে, "In spite of best efforts it has not been possible to clearly define justice." অর্থাৎ সর্বোত্তম প্রচেষ্টা সত্ত্বেও স্পষ্টভাবে ন্যায়বিচার সংজ্ঞায়িত করা সম্ভব হয়নি। বর্তমানে আইনগত অধিকারগুলির রক্ষাকর্তা হিসাবে ন্যায়বিচারকে ব্যাখ্যা করা হয়। ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দে ফরাসি বিপ্লবের সময় সামাজিক ন্যায়বিচার ধারনাটি জনসমক্ষে আসে। এটি সাধারণত স্বাধীনতা, সমতা এবং সার্বভৌমত্বের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাখ্যা করা হয়। এভাবে, সামাজিক ন্যায়বিচারের ধারণার সূত্রপাত যদি যোগ্যতার প্রশ্নে মনোযোগের যোগ্য হয়, তবে নিপীড়িত মানুষের চাহিদা উপেক্ষা করা যাবে না। সামাজিক ব্যবস্থার বঞ্চনা ও শোষণ থেকে নিপীড়িতদের চাহিদা পূরণের ইচ্ছা উদ্ভূত হয় ।

সামাজিক ন্যায়বিচারের নির্মাতা: ভারতীয় গণতন্ত্রে ডঃ বি আর আম্বেদকরের অবদানকে ভুললে চলবে না। একটি সাংবিধানিক কমিটির চেয়ারম্যান হিসাবে তিনি একটি প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকার প্রয়োগের অধিকারের দ্বারা একটি সম্পূর্ণ সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র ভিত্তিক দেশের রূপ দিয়েছেন। আমাদের সংবিধান ধর্মনিরপেক্ষ এবং সমাজতান্ত্রিক। প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকার বিধানের সাথে অনেক অবিশ্বস্ততা নির্মূল করার বিভাগ সংবিধানে সংযুক্ত করা হয়েছে। স্বাধীন ভারতের সংবিধানে সব নাগরিকের সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সাম্যতা সুনিশ্চিত করা হয়েছে। এখন থেকেই দেশের নেতারা চিন্তা শুরু যে এটিই দেশের স্বাধীনতার সংগ্রামের আদর্শ সময়। সামাজিক বিচারের জন্য বাবা সাহেব আম্বেদকরের নাম ভারতের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে। এটা সন্দেহাতীত যে তিনি শুধু সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ এবং সংবিধানের নির্মাতাছিলেন না বরং তিনি একজন সামাজিক ন্যায়বিচারের সৃষ্টিকর্তা হিসাবে নিম্নবর্গের উন্নতির সুবিধার্থে নিরলস প্রচেষ্টা করে গেছেন । তিনি ভারতের গণতান্ত্রিক ও বিরোধী বর্ণের লক্ষ্যে দরিদ্র, শোষিতদের জন্য জীবনের অনেকটা সময় ব্যয় করে গেছেন।

সাংবিধানিক দৃষ্টিভঙ্গি-সমতা ও সামাজিক ন্যায়বিচার: স্বাধীন ভারতের সংবিধান সব ভারতীয় নাগরিকদের রাজনৈতিক এবং সামাজিক সাম্যতা নিশ্চিত করেছে। একই সাথে, তাদের চিন্তা, বিশ্বাস এবং মুক্ত ধর্ম প্রকাশের স্বাধীনতা দিয়েছে। সংবিধান নির্মাতারা অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায়বিচারের চেয়ে সামাজিক ন্যায়বিচারের গুরুত্বকে অধিক স্বীকৃতি দিয়েছে। সংবিধানের 340 নম্বর ধারা অনুসারে ২৯ জানুয়ারী ১৯৫৩ সালে "Kaka Kalelkar Commission" গঠন করা হয়। আমাদের সংবিধানে অংশীদারিত্বের জন্য সরকারকে দায়ী করা অংশ ব্রিটিশ সংবিধান থেকে নেওয়া হয়েছে। ধর্মকে ভিত্তি করে সমতা ও স্বাধীনতা নীতি গুলিকে মানা হয়েছে। যেখানে বর্ণ, লিঙ্গ, বিশেষ অঞ্চল এবং ভাষা কোনও ব্যক্তির সাথে পার্থক্যের অনুভূতি তৈরি করেনি।

সামাজিক ন্যায়বিচারে বি আর আম্বেদকরের অবদান: প্রাচীনকাল থেকেই প্রতিটি সমাজ তার সদস্যদের সুখ এবং সাছন্দ্যকে নিশ্চিত করার জন্য তার যথাসাধ্য চেষ্টা করছে। তাদের দুঃখ ও কষ্টকে দূরীভূত করে, অপব্যবহার থেকে রক্ষা করে এবং ন্যায়বিচার চাহিদা পূরণ সুনিশ্চিত করেছে। সামাজিক ন্যায়বিচারকে সঠিকভাবে বোঝার জন্য, আমাদের সম্পূর্ণ বিচারের দিকে নজর দেওয়া প্রয়োজন। সহজভাবে বলতে গেলে সামাজিক ন্যায়বিচার সামাজিক অধিকার ও সামাজিক নিয়ন্ত্রণের মধ্যে একটি ভারসাম্য।

১৯১৮ সালে Southborough Commission যখন বঞ্চিত ও হতাশাগ্রস্থ শ্রেণির মানুষদের সাক্ষাৎকার নিতে এসেছিলেন তখন তাঁরা আম্বেদকরেরও সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন। তখন তিনি সমগ্রের নিরিখে

বঞ্চিত শ্রেণীর জন্য এক পৃথক সংরক্ষিত আসন ও ভোটাধিকারের দাবী তুলেছিলেন।তাঁর কাছে সবার আগে সামাজিক সমতা ও সামাজিক ন্যায়বিচারের দাবীটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যেমনটি ছিল ব্রাহ্মণের মতো মহারাজের জন্মের অধিকার। তিনি সকলের সামাজিক ন্যায়বিচার বাস্তবায়নের জন্য জাতিগত হিন্দুদের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের কথা বলেন। বিশেষত সংবিধান যদি নিম্নশ্রেণীর জনগণের জীবনের লক্ষ্য ও আকাঙ্ক্ষার সাথে যোগাযোগ না করে, তবে তা সম্পূর্ণ হয় না। সংবিধান অনুসারে ভারত তার ইউনিয়ন সহ বিভিন্ন ধরনের রাজ্য, পরাভূত সংস্কৃতি এবং বিভিন্ন ভাষা, চাহিদা এবং প্রত্যাশা জনগণেরও ভিন্ন হতে পারে। সেক্ষেত্রে রাজ্যের স্বায়ত্তশাসন এবং রাজ্যের নির্ধারিত বর্ণের কোন প্রস্তাবের ক্ষেত্রে রাজ্যগুলিকে আরো ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। নির্দেশক নীতির অধীনে থাকা বিষয়গুলি গ্রহণ করার জন্য কোন আপোষ করা যাবে না। তিনি পর্যবেক্ষণ করেছেন জাতিগত ব্যবস্থা ধ্বংস না হলে সামাজিক ন্যায়বিচারের জন্য অনুসন্ধান একটি মিথ্যাচার। সাংবিধানিকতার হল এমন একটি দর্শন যা সামাজিক বিচারের চারপাশে ঘূর্ণায়মান অবস্থায় বিরাজমান। সংবিধান সংবিধানের মাধ্যমে পরিবর্তন মানে। তিনি এই পরিবর্তনশীল প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একটি সাম্যবাদী সমাজ তৈরি করতে চেয়েছিলেন। সংবিধান প্রণয়ণের সময় তিনি এমন একটি স্বপ্ন দেখেছিলেন যেখানে মানুষের মধ্যে শোষণ, বৈষম্য থাকবে না অর্থাৎ তিনি সমাজ ব্যবস্থার পুনর্নির্মাণ চেয়েছেন। চেয়েছিলেন শোষণহীন, বৈষম্যহীন সমাজ গড়তে।

উপসংহার: সংবিধানের মাধ্যমে বাবসাহেব শাসক, বিচারক এবং দেশের সমস্ত স্তরেই জনতার উপর দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন। মৌলিক অধিকারবোধের পাশে তিনি কর্তব্যবোধের কথাটিকেও স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন। কেননা অধিকারের দাবী করতে গিয়ে আমরা কর্তব্যবিমুখ হয়েছিলাম। সংবিধানে দলিত তথা পিছিয়ে পরা জাতির অধিকার নির্দেশিত আছে। কিন্ত স্বার্থভোগী শ্রেণী এই সুবিধে প্রদানের বিরোধিতা করেছিল। এমনকি এর জন্য জারি রেখেছিল আন্দোলনও। সাম্য-মৈত্রী আর ভালোবাসার বিরধিতায় কিছু মানুষ সব সময় সর্বত্র থেকে যায়। ভারতবর্ষেও ছিল। তাই জাতি আর বর্গভিত্তিক মানসিকতার পুনরাগমন ঘটেছে। ফলতঃ বাবাসাহেবের স্বপ্নের সংবিধানকে স্ববর্ণ সদস্যরা অপমান করছেন না তো? কেননা, মুল প্রশ্ন সুবিধে প্রাপ্তি বা সংরক্ষণ নয়। প্রশ্ন মৈত্রী, সাম্য আর ভালবাসার। আপেক্ষিক দুর্বলগোষ্ঠী সংরক্ষণের প্রশ্নে অবশ্যই সংগ্রামমনস্ক হবে। সংবিধানের প্রতি আমাদের দায়বদ্ধতার প্রশ্ন আবার উঠেছে। প্রয়োজন হল আপেক্ষিক দুর্বল দের উপযুক্ত পরিশ্রমসাধনের আর সংগঠন নির্মাণের। কেননা বাবাসাহেবের উচ্চারিত গণতান্ত্রিক মন্ত্র ছিল – 'সুসংগঠিত হও আর সংগ্রাম করো।'

তথ্যসূত্র:

1. A.M.Rajsekaraiah,B.R.Ambedkar,The politics of emancipation, (Bombay Sindu publication, 1971) p.3
2. B.R.Ambedkar, Annhilitation of caste, Thacker and co. Ltd, Bombay, 1937, p.79.
3. Collected speeches of Ambedkar, (ed,) Educuation Deparment of maharastra state,vol, 1, p.10.
4. D.Jeeva kumar,Quest for Social Justice, from the book,A Social Justice,(New Delhi, eited, 1994,) p.227
5. D.R Jatava, Dr. B.R. Ambedkar study in Society and Politicals, (Jaipur, National Publications, 2001), p.100

6. D.R. Jatava, Dr. B.R. Ambedkar: The Prime Mover (Jaipur, ABD Publishers, 2004), p.78.
7. D.R.Jatava,op,cit, p.220-225
8. J.S.Narayan Rao, A Creator of Social Justice, (New Delhi, Publication, 1999) p.133.
9. R.G.Ayyanger, Nantes on Indianconstitution, (Madras, Natesan&co, 1954) p.18
10. Rajkumar, (ed), History and Cultural series Essays on Dalits (New Delhi, Discover Publications, 2003), p.22.
11. Ramanuj Ganguly, Ambedkar: Ekti Samajtatwik Porjalochona (Bengali version), (Pearson Pub, 2011), p.114,128
12. Sanjay Prakash Sharma, Dr. B.R. Ambedkar a crusader of social justice, (Jaipur, RBSA Publishers, 2003), p.128.
13. Shyam Lal, K.K. Saxena, Dr. B.R. Ambedkar and National Building, (Jaipur, Rawat Publications, 1998), p.64.
14. W.N.Kuder,B.R.Ambedkar, publication division, Government of India,New Delhi, 1990, p.37